তাতিয়ানা মাকারোভা
বাহাদুর
পিঁপড়ে

তাতিয়ানা মাকারোভা

রূপকথা

বিশাল এই পিথিমিতে এক-যে ছিল পিঁপড়ে। নিশ্চয়ই খুব জানতে ইচ্ছে যাচ্ছে তোমাদের — কীই বা ছিল তার নাম, কীভাবে তাকে ডাকতো তার বন্ধুবান্ধবরা, তার নিজেরই যে দু-কুড়ি ছেলেমেয়ে ছিল তারাই বা কী নামে ডাকতো তাকে, আর তার আদরের বুড়ি থুত্থুড়ি মা আর খুব বুদ্ধিমতী বৌ — তারাই বা তাকে ডাকতো কী বলে। পৃথিবীতে পিঁপড়েদের নাম অ-নে-ক ধরনের; এই আমিই ধরো না — তা প্রায় কোটিখানেক নাম তো জানি! ইলিয়া নামে যে-পিঁপড়ে, তাকে আমি চিনি, স্তেপান নামের পিঁপড়েকে, তারপর ইভান যার নাম সে-পিঁপড়েকেও চিনি। এ ছাড়াও আছে আরো, যাদের নাম: নিকোলাই, আলেক্সান্দর কিংবা কর্নেই... তাই তো, এত নাম মনে রাখা যায় না কি! তবে হ্যাঁ, আমার যে-পিঁপড়ে তার নাম কিন্তু সেমিওন-ও নয়, আন্দ্রেই-ও নয়, বা মাৎভেই-ও নয়; খু-ব সোজা নাম তার: পিঁ-প্-ড়ে।

কাক ভোরে তাদের মহা আরামের পিঁপড়ে-পাহাড়ে পিঁপড়েরা ক্ষীর ঘুম দিচ্ছে তখন... ঘুমের মধ্যে আমাদের শ্রীমান পিঁপড়ে তখন ভাবছে: ‘আমাদের এই পিঁপড়ে-গাঁয়ে তো আমরা কুড়িটি পরিবার আছি। সোমবারে নিকোলাইদের বাড়ির সবাই বনে গিয়ে পাইন কাঁটা কুড়িয়ে এনেছে। মঙ্গলবারে তো আমাদের দো-তলায় যারা আছে, তারা গিয়ে কাঠগুঁড়ো নিয়ে এলো। বুধবারে তো ইয়ের্মলাইরা বনে গিয়েছিল, আর বিষ্যুৎবারে সেমিওন গিয়েছিল ফড়িংয়ের পাখ্‌না আনতে, জানালায় বসাবে বলে। আর শুক্কুরবারে — বিষ্টি সত্ত্বেও তো ইয়েভ্‌গেনি খুঁজে পেতে তিনটে কুচি নিয়ে এসেছিল। এঃ, কী সাংঘাতিক আলসেমি লাগছে উঠতে — কিন্তু কী করা, আজই যে শনিবার পড়েছে, আমাদের পালা।’ এক লাফ দিয়ে উঠে পড়লো পিঁপড়ে, নিজের সংসারের সব্বাইকে উঠিয়ে দিতে শুরু করলো: ‘আরে, সব উঠে পড়, উঠে পড়! হাত-মুখ ধো সব, হাত-মুখ ধো! কাঁটা কুড়োতে চল, চল, সবাই বনে যাই!’

সারাটা দিন গুষ্টিসুদ্ধ সবাই মিলে পিঁপড়েরা বন তোলপাড় করে বেড়ালো আর ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরলো কেবল সেই যখন সূয্যি ডোবে-ডোবে তখন।

পিঁপড়ে নিজে এনেছে ফার গাছের ছ'-ছ'টা কাঁটা, আর পিঁপড়ে-বৌ — তিনটে। তাদের ছেলেপুলেরা খালের ধারে খুঁজে পেয়েছে দুটো কাঠি, আর মেয়েরা — ফার গাছের গায়ের আঁশ। এমন কি সবচেয়ে ছোটকুও একটা পাতার এক টুকরো টেনেটুনে নিয়ে এসেছে, আর সবচেয়ে ছোট্টো মেয়েটাও — ফুলের রেণু। এইভাবেই সবাই তো চললো বাড়ির দিকে — পায়ে-চলা-পথ ধরে ধরে, ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে; তারপর — শেষপর্যন্ত যখন তারা নিজেদের জায়গায় এসে গেল, হঠাৎ দেখে কি — আরে, ঘরবাড়ি কিচ্ছু নেই তো!

'ভারি তাজ্জবের ব্যাপার !..' পিঁপড়ে অবাক হয়ে যায়। 'আমাদের বুনো পথ... বনের মধ্যে আমাদের খোলা জমি... আমাদের টুকটুকে পোস্তগাছ... আরে, গেল কোথায় সব — আমাদের বাড়ি — উঁচু, লম্বাচওড়া, কুড়ি ঘর পরিবারের সুন্দর ঘরবাড়ি... বলি, গেল কোথায় ?' ফিসফিস করে ওঠে পিঁপড়ে। 'আর আমরা কিনা সম্পূর্ণ নতুন একটা তলা তৈরি করবো বলে কাঁটাকুটো নিয়ে এলাম সব...' গভীর হতাশায় সে ফার গাছের অপূর্ব সুন্দর ছ'টি কাঁটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে। পিঁপড়ে-বৌ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে তার কাঁটা তিনটিও ছুঁড়ে ফেললো। আর ছেলেপুলেরা ভেরে যাওয়া হাতের মুঠি আলগা করে দিলো, আর অমনি তাদের সক্কলের কাছ থেকে দু-দুটো করে কাঠি টুপটুপ করে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। আর মনের দুঃখে তার মেয়েদের চোখ-মুখ ছলছল করে উঠলো, ফারের গায়ের আঁশ ফেলে দিলো হাত থেকে। আর ঠিক তক্ষুনি এই হতভম্ব পিঁপড়ে পরিবারের মাথার উপরে পুঁইপুঁই করে মশার গলা বেজে উঠলো:
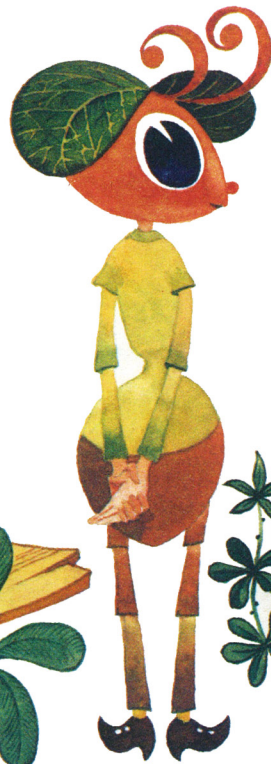
'এ-ই বেটা পিঁপড়ে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে? সারা দিন তো বনবাদাড় চষে বেড়িয়েছিস; কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে পর্যন্ত তাদের আমোদ আহ্লাদ খেলাধুলো থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বেচারিদের এইটুকু-এইটুকু হাতে গাদাখানেক কাঁটাকুটো গুঁজে দিয়েছিস! ঈশ্, বেচারি বৌটার দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখ দেখি, তিন-তিনটে ফারের গুঁড়ি টানতে টানতে কী-রকমই না কাহিল হয়ে গেছে সে! এমন কি এই দুধের বাচ্চাগুলো পর্যন্ত ইয়া বড়ো এক একটা কুচো টেনে আনছে! আর বাচ্চা মেয়েটা, কাণ্ড দেখ দেখি, কোথায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মণ ওজনের ফুলের রেণু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে! আরে বুদ্ধু, তুই যে এদিকে খেটে মরছিস, ওদিকে যে সবাই অন্য বনে যাওয়া ঠিক করে ফেললো। কেবল ঠিকানা পাল্টানো, ব্যস্! তোকে তো একবার টুঁ শব্দ করেও বললো না দেখি।'
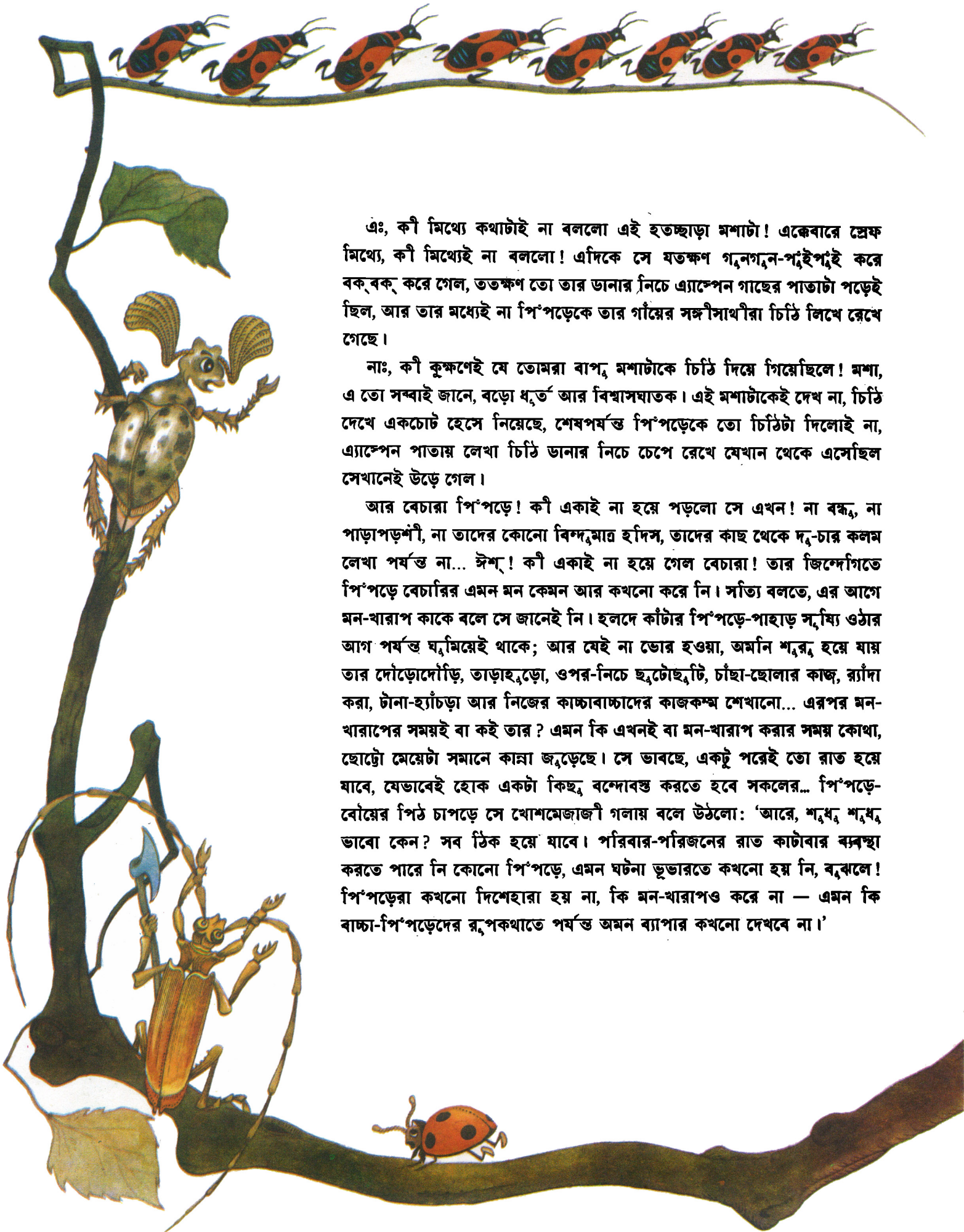
এঃ, কী মিথ্যে কথাটাই না বললো এই হতচ্ছাড়া মশাটা! একেবারে স্রেফ মিথ্যে, কী মিথ্যেই না বললো! এদিকে সে যতক্ষণ গুনগুন-প্যুঁইপ্যুঁই করে বক্‌বক্ করে গেল, ততক্ষণ তো তার ডানার নিচে এ্যাস্পেন গাছের পাতাটা পড়েই ছিল, আর তার মধ্যেই না পিঁপড়েকে তার গাঁয়ের সঙ্গীসাথীরা চিঠি লিখে রেখে গেছে।

নাঃ, কী কুক্ষণেই যে তোমরা বাপু মশাটাকে চিঠি দিয়ে গিয়েছিলে! মশা, এ তো সব্বাই জানে, বড়ো ধূর্ত আর বিশ্বাসঘাতক। এই মশাটাকেই দেখ না, চিঠি দেখে একচোট হেসে নিয়েছে, শেষপর্যন্ত পিঁপড়েকে তো চিঠিটা দিলোই না, এ্যাস্পেন পাতায় লেখা চিঠি ডানার নিচে চেপে রেখে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই উড়ে গেল।

আর বেচারা পিঁপড়ে! কী একাই না হয়ে পড়লো সে এখন! না বন্ধু, না পাড়াপড়শী, না তাদের কোনো বিন্দুমাত্র হদিস, তাদের কাছ থেকে দু-চার কলম লেখা পর্যন্ত না... ঈশ্! কী একাই না হয়ে গেল বেচারা! তার জিন্দেগিতে পিঁপড়ে বেচারির এমন মন কেমন আর কখনো করে নি। সত্যি বলতে, এর আগে মন-খারাপ কাকে বলে সে জানেই নি। হলদে কাঁটার পিঁপড়ে-পাহাড় সূয্যি ওঠার আগ পর্যন্ত ঘুমিয়েই থাকে; আর যেই না ভোর হওয়া, অমনি শুরু হয়ে যায় তার দৌড়োদৌড়ি, তাড়াহুড়ো, ওপর-নিচে ছুটোছুটি, চাঁছা-ছোলার কাজ, র‍্যাঁদা করা, টানা-হ্যাঁচড়া আর নিজের কাচ্চাবাচ্চাদের কাজকম্ম শেখানো... এরপর মন-খারাপের সময়ই বা কই তার? এমন কি এখনই বা মন-খারাপ করার সময় কোথা, ছোট্টো মেয়েটা সমানে কান্না জুড়েছে। সে ভাবছে, একটু পরেই তো রাত হয়ে যাবে, যেভাবেই হোক একটা কিছু বন্দোবস্ত করতে হবে সকলের... পিঁপড়ে-বৌয়ের পিঠ চাপড়ে সে খোশমেজাজী গলায় বলে উঠলো: 'আরে, শুধু শুধু ভাবো কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। পরিবার-পরিজনের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করতে পারে নি কোনো পিঁপড়ে, এমন ঘটনা ভূভারতে কখনো হয় নি, বুঝলে! পিঁপড়েরা কখনো দিশেহারা হয় না, কি মন-খারাপও করে না — এমন কি বাচ্চা-পিঁপড়েদের রূপকথাতে পর্যন্ত অমন ব্যাপার কখনো দেখবে না।'

'প্রিয় প্রতিবেশী পিঁপড়ে ভাই!

'খুবই মন-খারাপের এবং দুঃখের ব্যাপার, কিন্তু অত্যন্ত জরুরী কারণে এক্ষুনি আমাদের ঘরবাড়ি সরিয়ে ফেলতে হলো। আমাদের ভীষণ তাড়া। পরে সাক্ষাতে বিশদ ব্যাখ্যা করে বলবো। এখান থেকে ডানদিকে ঘুরলেই আমাদের তুমি খুব জলদি এবং সহজেই খুঁজে পাবে। তোমার 'পিঁপড়ে-পায়ে তিন শ' পা গেলেই তোমরা তিনটে আধ-ন্যাড়া এ্যাস্পেন গাছ দেখতে পাবে। তার পাশেই মাটিতে দেখবে একটা পড়ে-থাকা ফার গাছ, — নজর রেখো, ছেলেমেয়েরা আবার যেন গাছের আঠায় জড়িয়ে না যায়। শিগগির দেখা হবে।'

পিঁপড়ে তো তারপর রাত কাটানোর জায়গা খুঁজতে বেরিয়ে গেল। এদিক-ওদিক যত কাটা গুঁড়ি, উঁচু ঢিবি ইত্যাদি আছে সেদিকে ছুটোছুটি করে বেড়ালো, গাছের গুঁড়িটুঁড়িতে উঠে সব দেখলো, মাটির নিচে পর্যন্ত গেল, কিন্তু স-ব জায়গা স্যাঁতসেঁতে, রুক্ষ, অন্ধকার আর ঠাণ্ডা। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো — রঙিন ছবির লেবেল মারা একটা গোল কৌটো পড়ে আছে একপাশে। পিঁপড়ে তখন বলতে লাগলো: ‘আরে, আমি তো বেশ একটা টিনের ছাদ দেখতে পাচ্ছি আর সুন্দর নক্সা-কাটা দরজাও, আমার তো মনে হচ্ছে — বাচ্চাদের এর চেয়ে ভালো মাথা গোঁজার জায়গা খোঁজার আর দরকার নেই!’ অতঃপর তক্ষুনি সেই মুহূর্তেই সে তার গোটা পরিবার নিয়ে ঐ কৌটোর মধ্যে ঢুকে পড়লো। সেখানেই রাত্রি কাটালো তারা, আর সকালে যেই না সূয্যি উঠেছে অমনি তার প্রথম রশ্মিগুলো খেলা শুরু করে দিলো টিনের সঙ্গে এবং সারা কৌটোটা আলো হয়ে গেল, চক্‌চক্‌ করতে লাগলো খুশিতে। তখন পিঁপড়ে ঠিক করলো: ‘সূর্যের আলো পর্যন্ত যদি আমাদের কৌটোর উপর খুশি হয়ে খেলতে থাকে — তার মানে তো, পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো বাসা আর নেই, তাহলে — এখান থেকে চলে যাওয়ার কথাই আসে না আমাদের!’

কেউই সেখানে ছিল না যে পিঁপড়েকে বলবে: আরে, ঝকঝকে নতুন বাড়ি দেখে আহ্লাদ করার সময় নেই তোমার, সকলকে বাঁচাবে কী করে জলদি তার উপায় দেখ, কেননা বীবর একটা নতুন বাঁধ তৈরি করায় পাশের পাহাড়ের নদীর মুখ এদিকে ঘুরে গেছে, সেই পানি গড়িয়ে এখানে এই এক্ষুনি এলো বলে। আসলেই তাই, এজন্যেই ওর বন্ধুবান্ধবরা ওর জন্যে অপেক্ষা পর্যন্ত করতে পারে নি, অন্য জায়গায় চলে গেছে। পিঁপড়ে তো এসব কিছুই জানে-শোনে না, সে প্রাণের আনন্দে মহা ফুর্তিতে আছে, নিজেদের নতুন বাড়িতে সব ঠিকঠাক করতে লেগে গেছে। দরজার উপরে সে মাকড়শার জাল দিয়ে তৈরী পর্দা টাঙিয়ে দিলো, আর উপরে শিশিরকণা পড়ে জ্বলজ্বল করতে লাগলো সগৌরবে। ফুঁয়ো-ফুঁয়ো রোঁয়া দিয়ে সে বিছানা তৈরি করলো যাতে শীতে বেশ গরম লাগে। সিলিংয়ে সে আলো লাগিয়ে দিলো, যাতে সন্ধ্যেয় সারা বাড়ি আলো হয়ে থাকে। মোদ্দা কথা, সব মিলিয়ে তার এতই ভালো লেগে গেল যে, সে গৃহপ্রবেশ উৎসব করবে ঠিক করে ফেললো। ফলে, ঝকঝকে কৌটোটার উপরে সে এরকম একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিলে:

অতিথিবর্গের উদ্দেশ্যে!

'আমার পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে অদ্য আমার গৃহে চা পানের নিমন্ত্রণ জানাইতেছি। বন্ধুদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, সন্ধ্যা আট ঘটিকা নাগাদ পদার্পণ করিয়া আমাদের ধন্য করুন।'

আটটার সময় এই কৌটোর ভিতরে আনন্দবাদ্য করিতে করিতে অচেনা কিন্তু অতিশয় সুজন কীটপতঙ্গেরা — ফড়িং ও ভোমরারা আসিয়া ঢুকিয়াছে।

এদিকে সারা বনে যত জীবজন্তু ছিল সব তাজ্জব বনে গেছে: 'বলি, ফড়িং আর ভোমরারা উধাও হয়ে গেল কোথায়?' ফিঙে পাখি তাদের সব্বাইকে বুঝিয়ে দিলো: 'ওরা সবাই ঐ রুপোলি বাড়িতে ভোজ খেতে গেছে, বনের একবারে শেষ মাথা থেকে ওদের গান শোনা যাচ্ছে।'

চা, সুগন্ধি পিঠে আর বসার ঠাঁই
পেয়েছিল সেখানে সব্বাই।

কৌটোর মধ্যে সকলেরই বসবার, পাত পাড়ার জায়গা হয়ে গেছে, আনন্দ-আহ্লাদ চলছে ঠিকমতো। পিঁপড়ের বড়ো ছেলে — বাদামী-বাদামী রংয়ের খোকা একটু ঘুরে আসতে বেরিয়ে গেল আর... জলস্রোত দেখে একেবারে থ' হয়ে গেল। 'বাবা গো, মা গো!' সে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'তোমাদের চা খেতে খেতে আমরা সব ভেসে যাব! আমাদের চারপাশে জল থৈ-থৈ! হায়, হায়!'

'বান এসেছে! ভেসে যাব!' ফড়িং আর ভোমরার দল তো মহা চেঁচামেচি করে উঠলো, খাওয়াদাওয়া কিছু শেষ হয় নি তখনো, খোলা দরজা দিয়ে উড়ে সবাই বেরিয়ে গেল। আর আমাদের সক্কলের পূর্বপরিচিত পিঁপড়ে — ইলিয়া নয়, কুজ্মা নয়, কর্নেই-ও নয়, স্রেফ শ্রীমান পিঁপড়ে চিরকাল যেমন ঠাণ্ডা মাথায় বিপদের মুখোমুখি হয়েছে, আজও তেমনি দিশেহারা হলো না। দিশেহারা হওয়ার আছেই বা কী, সে না হয় পরিবার-পরিজন সমেত কৌটোর মধ্যে বসে ভেসেই যাবে। না, ভয়টয় পাওয়ার অভ্যেস তার নেই। ঠিকই তো, কিসের ভয় আর কাকে নিয়েই বা ভয়? সূয্যি ওঠার সাথে সাথে তাকেও ফের উঠে পড়তে হবে, দৌড়োদৌড়ি-তাড়াহুড়ো করতে হবে, হামাগুড়ি দিয়ে মাস্তুলে ওঠা, পালটা ভালোমতো খাটানো হয়েছে কিনা দেখা, সবাইয়ের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে শিস্ দেয়া, তীরের দিকে নজর রাখা, ভাঁড়ার ঠিক রাখা, ঘন বন-জঙ্গল পর্যবেক্ষণ করা, পিঁপড়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হলে একটু গল্পগুজব করা আর নিজের সাথে সাঁতারে আহ্বান করা — এই সব কাজ।
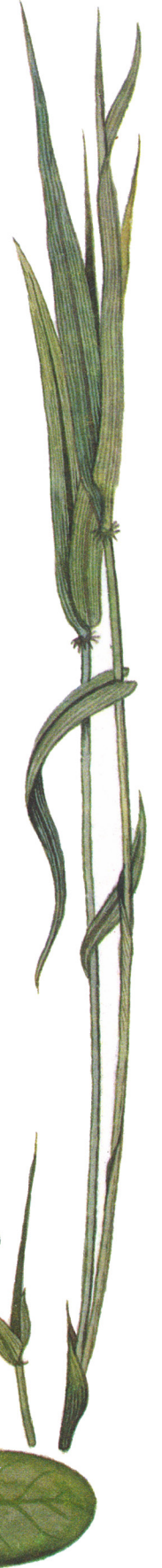
আচ্ছা, নদীতে কি কক্ষনো তোমাদের চোখে পড়ে নি, অনেক দূরে কী যেন চক্‌চক্‌ করছে? অ-নে-ক দূর থেকে খুব হাল্‌কা শিস্‌ দিচ্ছে কে যেন, এরকম তোমরা শোনো নি? মনে হয় নি কখনো তোমাদের, কে যেন ক-ত দূ-র থেকে গান গাইছে:

সংসারটি বেশ বড়োই মোর;
আছেও, জেনো, বন্ধু গাঁ-ঘর।
খাশা আছি বাপু পৃথিমিতে!
পেরোই সাগর, সঙ্গে মিতে!
উঠতে মোটেই চাই না পারে,
শেখাই সাঁতার ছেলেমেয়েরে।
আন্দ্রেই নই, স্তেপান-ও নই,
পিঁপড়ে নামেই পিঁপড়ে হই।
সাদামাটা নাম হলে কি —
পিঁপড়ে বটি
দরিয়ারই!

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: হায়াৎ মামুদ

ছবি এঁকেছেন গেন্নাদি পাভ্লিশিন

Т. Макарова

ОТВАЖНЫЙ МУРАВЕЙ

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$M \frac{70801\text{-}461}{014(01)\text{-}77} 613\text{-}77$